শরীয়তে নিষিদ্ধ কাজ হতে সাবধান

(জানা ও সতর্কতার জন্য)

মূল ঃ

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনজিদ

অনুবাদ ঃ

মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ বিন্ মুহাঃ খবীর উদ্দীন
আল - ইমাম ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়

শরীয়তে নিষিদ্ধ কাজ হতে সাবধান

(জানা ও সতর্কতার জন্য)

মূল ঃ
মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনজিদ

অনুবাদ ঃ
মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ বিন্ মুহাঃ খবীর উদ্দীন
আল - ইমাম ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়

Contents

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبطحاء، ١٤١٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المنجد، محمد بن صالح

التنبيهات الجلية على كثير من المنهيات الشرعية/ ترجمة محمد عبدالصمد المنجد. - الرياض

٥٦ ص ؛ ١٢×١٧ سم

ردمك: ١-٣٢-٧٩٨-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- العقيدة الإسلامية.

أ - خير الدين، محمد عبدالصمد (مترجم) ب - العنوان.

ديوي ٢٤٠ ١٩/١٥٧٩

رقم الإيداع: ١٩/١٥٧٩

ردمك: ١-٣٢-٧٩٨-٩٩٦٠

অনুবাদকের কথা

আরবী পুস্তিকা التنبيهات الجليّة على كثير من المنهيّات الشرعيّة এর বাংলা অনুবাদ " শরীয়তে নিষিদ্ধ কাজগুলো হতে সাবধান"। মূল আরবী বইটির লেখক আল্-শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল্-মুনজিদ। বইটিতে লেখক সাধারণ মুসলমানদের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে বিভিন্ন বিষয়ে নিষিদ্ধ কাজগুলোকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে একত্রিত করেছেন এবং সেগুলো থেকে সাবধান হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। একজন খাঁটি মুসলমানের নিকট বইটির গুরুত্ব অপরিসীম অনুভূত হওয়ায় বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান ভাই বোনদের জন্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা জরুরী মনে করি। এ পুস্তিকাটি দ্বারা যদি সাধারন মুসলমানদের শরীয়তে নিষিদ্ধ কাজগুলো জানার মাধ্যমে তা থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ হয় তবে এ উদ্যোগ স্বার্থক হবে বলে মনে করব।

অনুবাদে ও মূদ্রণে ত্রুটি হয়ে থাকলে সম্মানিত পাঠকবর্গের পরামর্শ সাদরে গ্রহন করা হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এ বই থেকে ফায়দা হাসিল করার তৌফিক দিন। আমীন !

মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ
আল - ইমাম ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়
রিয়াদ, ১৪১৯ হিজরী

B

সূচী পত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি উভয় জাহানের রব, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর বংশধর, সাহাবায়ে কেরামদের সকলের উপর।

ইতিপূর্বে "যে সব হারাম কাজগুলোকে মানুষ তুচ্ছজ্ঞান করে" নামক একটি বই লেখা হয়েছে। সেখানে শরিয়ত বিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপের একটি তালিকা দেখা হয়েছে। যার মধ্যে শির্ক, কবিরাহ ও ছগীরাহ গুনাহগুলো অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং সেই সঙ্গে কুরআন সুন্নাহ্ থেকে প্রমানাদিও পেশ করা হয়েছে।

এ ছাড়াও উক্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং বাস্তব অবস্থার আলোকে মানুষেরা কিভাবে এই সকল গুনাহ ও পাপের মধ্যে নিমর্জ্জিত হয় তার বিভিন্ন প্রকার চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে ।

শরীয়তে অসংখ্য নিষিদ্ধ কাজ রয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারাম ঘোষনা করেছেন আর এ সব নিষিদ্ধ ও হারাম কাজের সাথে পরিচিত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ; যাতে করে সে আল্লাহ্

তায়া'লার ক্রোধ,শাস্তি এবং ইহকালীন ও পরকালীন অনিষ্টতা হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে। তাই আমি কতকগুলো নিষিদ্ধ কাজ একত্রে সন্নিবেশিত করা সমিচীন মনে করেছি।

তাছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বাণী "দ্বীন হচ্ছে উপদেশ" আমাকে এ কাজে উদ্ধুদ্ধ করেছে। আমি আশা পোষণ করি যে আমার এক্ষুদ্র প্রচেষ্টা দ্বারা আমার ও সকল মুসলমান ভাইদের উপকার হবে। আমি এখানে ঐ হারাম কাজগুলোকে একত্রিত করেছি যেগুলো কুরআন ও ছহীহ হাদীস হতে গৃহীত , যে হাদীসগুলোকে ওলামাগণ(১) ছহীহ হিসাবে গন্য করেছেন এবং আলোচনার বিষয় বস্তুগুলোকে অনেকটা ফেক্হ বা আইন শাস্ত্রের পুস্তকের কায়দায় সুবিন্যস্ত করেছি। কোন বিষয়ে প্রমানের জন্য কুরআন হাদীসের "প্রামাণ্য উদ্বৃতি" পুর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করার পরিবর্তে শুধু মাত্র দলিল বা প্রমানের জন্য যে অংশটুকু প্রয়োজন তা পেশ করা হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত উদ্বৃতি

---

(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লামা মুহাঃ নাসির উদ্দীন আলবানী যে হাদীস গুলোকে ছহীহ বলেছেন সেগুলোর উপর নির্ভর করা হয়েছে ।

গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। একই অর্থবোধক কোন শব্দ বা ঐ ধাতু থেকে নির্গত সমঅর্থবোধক শব্দ রয়েছে, অথবা সরাসরি "নিষেধ" মূলক শব্দ রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে জটিল শব্দের ব্যাখ্যাসহ নিষেধ হবার কারণ উল্লেখ করারও চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে আল্লাহ্র কাছে এই মুনাজাত করছি তিনি যেন আমাদেরকে সকল প্রকার পাপ ও যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখেন এবং আমাদের সকলের প্রতি মার্জনা প্রদর্শন করেন। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি উভয় জাহানের প্রতিপালক।

কুরআন হাদীসে বর্ণিত কতকগুলো নিষিদ্ধ কাজ ঃ

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে অনেক ব্যাপারে নিষেধ করেছেন যেগুলো থেকে দূরে থাকার উপর নির্ভর করছে অন্যায়, অবিচার ও সকল প্রকার অনিষ্টতার মোকাবেলায় সফলতা অর্জন ও কল্যাণ সাধন। ঐ সকল নিষিদ্ধ কাজ সমূহের মধ্যে কতকগুলো রয়েছে মাকরুহ বা অপছন্দনীয়। কিন্তু প্রতিটি মুসলমানের উচিৎ হলো সকল প্রকার নিষিদ্ধ কাজ থেকেই নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখা ; কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আমি তোমাদেরকে যে সব বিষয়ে নিষেধ করেছি সেগুলো বর্জন কর"। তাই নিষ্ঠাবান মুসলমানগণ সকল প্রকার নিষেধাবলীকেই - হারাম হোক বা মাকরুহ - সচেতন ভাবে পরিহার করে চলে এবং কখনো দুর্বল ঈমান-দারদের মতো আচরণ করে না যারা অপছন্দনীয় কাজ করতে এতটুকু দ্বিধা করে না ; কেননা তারা জানে যে মাকরুহ কাজ গুলোকে সহজ ও উদার ভাবে দেখলে তা এক সময় হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারন হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই সব মাকরুহ বা অপছন্দনীয়

কাজগুলো হারাম কাজগুলোর জন্য একটি সংরক্ষিত এলাকার মতো, যদি কেহ এখানে সাহসিকতার সাথে বিচরণ করে তাহলে তার আল্লাহ্‌ কর্তৃক হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার যথেষ্ঠ আশংকা রয়েছে। তদুপরি কোন মুসলমান যদি এই মাকরুহ কাজগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিহার করে চলে তাহলে সে ছওয়াবেরও ভাগী হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মাকরুহ কাজ এবং হারাম কাজের মধ্যে পার্থক্য সুচিত হয় না। তাছাড়াও উভয়ের মাঝে সূক্ষ পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানেরও আবশ্যক। উপরোক্ত এখানে যে সব নিষিদ্ধ কাজ সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হবে তার অধিকাংশই হারামের অন্তর্ভূক্ত, মাকরুহের নয়। সুহৃদ - পাঠকবৃন্দ! আপনাদের সমীপে কতকগুলো শরীয়ত নিষিদ্ধ কাজসমূহ তুলে ধরা হলো ঃ

(১) আকীদাহ্‌ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কাজসমূহ ঃ

সাধারন ভাবে ছোট, বড়, স্পষ্ট ও প্রচছন্ন সকল প্রকার শির্ক গুনাহসমূহ, গনক ও জোতিষীদের নিকট যাওয়া এবং তাদের কথা বিশ্বাস করা, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো নামে পশু জবাই করা, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে অজ্ঞতা বশতঃ কোন কথা বলা, তাবীজ লটকানো, যেমন ঃ খেরজ — এক ধরনের মালা যা

মানুষের নজর থেকে বাঁচার জন্য লটকানো হয় এবং তেওয়ালাহ - যাদুর সাহায্যে দু'ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সম্পর্কচ্ছেদের মাধ্যম - ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।
সাধারনভাবে সকল প্রকার যাদুটোনা, ভাগ্য গণনা, মানব জীবন ও পৃথিবীর বিচিত্র ঘটনা প্রবাহের উপর নক্ষত্র, তারকারাজী ও বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করা এবং কোন কোন বস্তু সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে এতে কল্যান রয়েছে, অথচ সৃষ্টিকর্তা তাকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করেননি। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষনা না করে আল্লাহর সত্ত্বা নিয়ে গবেষনা করা। আল্লাহ তায়া'লার প্রতি খারাপ ধারনা নিয়ে কোন মুসলমানের মৃত্যুবরণ করা ঠিক নয় বরং তাঁর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করতঃ মৃত্যুবরণ করা।
কোন দ্বীনদার ব্যক্তিকে দোযখী বলা, কোন মুসলমানকে শরীয়তের প্রমাণ ব্যতীত কাফের ফতোয়া দেয়া, আল্লাহর নাম করে পার্থিব কোন বিষয় চাওয়া, আল্লাহর ওয়াস্তে কোন কিছু চাওয়া হলে তা নিষেধ করা, বরং আল্লাহ তায়া'লার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাকে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা যদি তা গুনাহের কারন না হয়।
যুগ বা কালকে গালি দেয়া ; কেননা আল্লাহই তো যুগের নিয়ন্ত্রন কর্তা (তাই যুগকে গালি দিলে আল্লাহকে গালি

দেয়া হয়)। কোন কাজকে অশুভ ও অলক্ষুনে মনে করা। কাফের, মুশরিক ও অমুসলিমদের দেশ (বিনা প্রয়োজনে)ভ্রমন করা এবং তাদের সঙ্গে সহ অবস্থান করা, মুসলমানদেরকে বাদ দিয়ে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও আল্লাহ্‌র দুশমনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, যার ফলে তারা শলাপরামর্শ ও ভালবাসার দাবীতে মুসলমানদের নৈকট্য লাভ করে।

কারো প্রতি অনুগ্রহ করে তার খোঁটা দেয়া, দুনিয়ায় খ্যাতি অর্জন ও লোক দেখানোর নিয়তের মাধ্যমে সৎ কাজ বিনষ্ট করা ।

তিনটি মসজিদ ব্যতীত ইবাদাতের উদ্দেশ্যে কোন স্থান ভ্রমন করা। মসজিদ গুলো হচ্ছেঃ— পবিত্র কাবাঘর, মদীনার মসজীদে নববী এবং মসজিদে আকসা, (বায়তুল মাকদাস)। তাছাড়াও কবরের উপর ইমারত নির্মান করা এবং কবর গুলোকে মসজিদ বানানো।

সাহবাদেরকে গালি দেয়া এবং তাদের মাঝে যে সব ফেতনা সৃষ্টি হয়েছিল সে সব ব্যাপারে অনর্থক তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়া। ভাগ্যের ব্যাপারে গভীর আলোচনায় মগ্ন হওয়া, অজ্ঞতা বশতঃ কুরআন নিয়ে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হওয়া, যারা কুরআন সম্পর্কে অন্যায় ভাবে তর্কে লিপ্ত হয় তাদের সঙ্গে উঠা-বসা করা,

কাদারিয়াহ(১) এবং এই জাতীয় কোন বেদয়াত পন্থী রোগীদের পরিচর্যা করা এবং তাদের জানাযা নামাজে শরীক হওয়া ।

কাফেরদের ইলাহ্ গুলোকে গালি দেয়া, যদি তা আল্লাহ্ তায়ালাকে গালি দেয়ার কারন হয়। নানা প্রকার মত ও পথের (ইসলাম ব্যতিত) অনুসরন করা এবং দ্বীনে হকের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করা। আল্লাহ্র আয়াত ও নিদর্শন সমূহকে ঠাট্টা বিদ্রুপের বিষয় হিসাবে গ্রহন করা। আল্লাহ্পাক যা কিছু হারাম করেছেন তাকে হালাল মনে করা, অথবা যা কিছু হালাল করেছেন তাকে হারাম মনে করা। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে সেজদা বা মাথা নীচু করা। মোনাফেক বা ফাসেক শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্বের উদ্দেশ্যে উঠা - বসা করা এবং হক পন্থী ইসলামী জামাতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

সাধারন ভাবে ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক ও কাফেরদের অনুসরণ করা, কাফেরদেরকে আগে সালাম দেয়া, আহলে কেতাবগণ তাদের গ্রন্থসমূহ থেকে এমন কোন বিষয়ে খবর দিলে যার সত্য হওয়া না হওয়া সম্পর্কে আমাদের জানা নেই তা বিশ্বাস করা অথবা মিথ্যা মনে

---

(১) যারা ভাগ্যকে অস্বীকার করে ।

করা এবং শরীয়তের কোন ব্যাপারে আহলে কেতাবদের নিকট ফতোয়া চাওয়া (জ্ঞান ও ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যে)। আমানতদারী, বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি এবং তাগুতদের নামে শপথ করা, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও তোমার ইচ্ছা এ ধরনের উক্তি করা, কোন ভৃত্য বা চাকর তার মনিবকে এই বলে সম্বোধন জানানো যে, হে আমার রব বরং তার বলা উচিৎ যে, হে আমার মনিব, দায়িত্বশীল। এমনি ভাবে মনিবেরও তার চাকর ও চাকরানীকে 'হে আমার বান্দা বা বান্দী বলা, বরং সে তাকে হে যুবক, যুবতী বা বৎস বলে সম্বোধন করবে। যুগ সম্পর্কে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহ্‌র লা'নত অথবা তার ক্রোধ বা দোযখের আগুন নিয়ে পরস্পরকে লা'নত করা।

(২) পবিত্রতার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয় সমূহঃ

যেমনঃ বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা, রাস্তার উপর, ছায়া বিশিষ্ট স্থানে যেখানে মানুষ ছায়া গ্রহন করে এবং পানির উৎস স্থলে পায়খানা করা, প্রস্রাব পায়খনার সময় কেবলার দিকে মুখ করা বা পিঠ দেয়া, এ ক্ষেত্রে কোন কোন আলেমগণ ঘরে বা চার দেয়ালের ভিতর কেবলামুখী হয়ে বা কেব্‌লার দিকে পিঠ দিয়ে প্রস্রাব-পায়খানা করাকে নিষেধের আওতায় মনে করেন না। ডান হাত দিয়ে গুপ্তাংগ মুছে নেয়া ও শৌচ কার্য করা। হাড় হাড্ডি ও

ও গোবরের সাহায্যে কুলুপ করা ; কেননা উহা আমাদের জ্বিন ভাইদের খাদ্য, আর গোবর হচ্ছে জ্বিনদের আওতাভুক্ত চতুষ্পদ জন্তুর অন্ন। প্রস্রাব করা অবস্থায় কোন পুরুষ ডান হাত দিয়ে তার লিংগ ধরে রাখা, প্রস্রাব পায়খানারত কোন ব্যক্তিকে সালাম দেয়া। ঘুম থেকে জেগে উঠা মাত্র হাত ধৌত না করেই কোন পাত্রে প্রবেশ করানো।

(৩) নামাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ বিষয় সমূহঃ

সূর্য্য উদয়, দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্তের সময় নফল নামাজ পড়া, কেননা সূর্য্য শয়তানের শিং দ্বয়ের মাঝে উদয় হয় ও অস্ত যায়। নক্ষত্র পূজারী কাফেরগণ যখন ইহা প্রত্যক্ষ করে তখন তারা সেজদা করে। ফজর নামাজের পর সূর্য্য না উঠা পর্যন্ত তেমনি ভাবে বাদ আছর সূর্য্যাস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোন কারণ ব্যতীত নামাজ পড়া। তবে যদি কোন কারন বশতঃ নামাজ আদায় করতে হয় সেটা ভিন্ন কথা। যেমন তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নামাজ - যা কিনা মসজিদে প্রবেশ করার কারনে পড়তে হয়।

নিজেদের ঘর গুলোকে সুন্নাত ও নফল নামাজ সেখানে আদায় না করার কারনে কবর বানিয়ে রাখা। ফরজ ও সুন্নাত নামাজের মাঝে কোন কথাবার্তা যিকির আয্‌কার

অথবা স্থান ত্যাগের মাধ্যমে ব্যবধান সৃষ্টি না করা। ফজরের আজানের পর ফজরের দু' রাকাত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নামাজ আদায় করা।

নামাজের ভিতরে ঈমামের আগে আগেই কোন কাজ সম্পাদন করা, জামায়াতের সহিত নামাজ আদায়ের সময় একাই পিছনের কাঁতারে নামাজ পড়া। নামাজের ভিতরে ডানে বামে ও আকাশের দিকে তাকানো। রুকু ও সেজদায় গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা। কিন্তু সেজদায় গিয়ে কুরআন থেকে যদি দোয়া করে তাহলে ক্ষতি নেই।

দুই কাঁধকে বিবস্ত্র রেখে শুধু মাত্র এক কাপড়ে নামাজ আদায় করা। খাবারের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও খাবার রেখে নামাজ আদায় করা।

পেশাব, পায়খানা ও বায়ু আটকিয়ে রেখে নামাজ পড়া; কেননা এ কাজগুলো নামাজীকে নামাজে গভীর মনোযোগী ও বিনয়ী হতে বাধা প্রদান করে। গোসল খানা ও কবর স্থানে নামাজ আদায় করা।

নামাজের ভিতর কাকের ঠোকর দেবার মতো করে রুকু সেজদা করা, শৃগালের মতো এদিক ওদিক তাকানো, হিংস্র প্রাণীর ন্যায় বসা, কুকুরের মতো হাতের কুনুই মাটির সঙ্গে বিছিয়ে সেজদা করা এবং উটের মতো

নির্দিষ্ট কোন স্থান বেছে নেয়া অর্থাৎ মসজিদের ভিতর কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করে নেয়া যে, ঐ স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে নামাজ আদায় না করা।
তাছাড়াও উট রাখার স্থানে নামাজ পড়া, কেননা শায়তানদের মধ্য থেকে উহার সৃষ্টি।
নামাজরত অবস্থায় জমিন পরিস্কার করা, তবে প্রয়োজনে পাথর বা এই জাতীয় কোন কিছুকে সমান করার উদ্দেশ্যে শুধু মাত্র এক বার সে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, নামজের মধ্যে মুখ ঢেঁকে রাখা, নামাজের ভিতর উচ্চ শব্দ করা যার ফলে মুমেনগণ কষ্ট পায়, তন্দ্রা আসা সত্ত্বেও বিরতিহীন ভাবে রাত্রে নফল নামাজ আদায় করা, বরং ঘুমিয়ে নিয়ে তার পর নামাজের জন্য উঠা উচিৎ, এ ছাড়াও সারা রাত জেগে নামাজ পড়ার অভ্যাস করা।
নামাজের ভিতর হাইতোলা ও ফুঁ-দেয়া, মানুষের কাঁদের উপর দিয়ে চলা -ফেরা করা, নামাজের ভিতরে কাপড় এবং চুল নিয়ে খেলা করা।
শুদ্ধ নামাজকে পুনরায় পড়া আর এই নিষেধাজ্ঞাটি ধোকা প্রাপ্তদের জন্য খুবই উপকারী। ওজু ভেঙ্গে গেছে এমন সন্দীহান হয়ে নামাজ ছেড়ে দেয়া। তবে যদি বায়ূ নির্গত হওয়ার কোন শব্দ বা গন্ধ পাওয়া যায় তাহলে অন্য কথা। জুমআর দিনে নামাজের পূর্বে দাঁড়ী কামানো,

খোৎবার সময় পাথর স্পর্শ করা, খেলনা করা ও কথাবার্তা বলা। ইহ্‌তেবা অবস্থায় খোতবাহ শোনা অর্থাৎ দুই উরু পেটের সাথে মিলিয়ে কাপড় বা দুই হাত দিয়ে বেঁধে বসা।

ফরজ নামাজের একামাত হয়ে গেলে এই সময় অন্য কোন নামাজ পড়া। বিনা প্রয়োজনে ইমাম মোক্তাদীদের আসন হতে উচ্চ আসনে দাঁড়ানো, নামাজের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা এবং নামাজী ব্যক্তি সামনে দিয়ে বা ছোতরার(১) মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে কাউকে যাতায়াত করার সুযোগ দেয়া।

নামাজের ভিতরে কেবলা এবং ডান দিকে থুথু ফেলা, তবে মুসল্লী তার বাম দিকে বা বাম পায়ের নীচে থুথু ফেলবে। মুসল্লী তার জুতা দুটোকে না ডান পাশে রাখবে না বাম পাশে, কেননা তাহলে তা অন্য মুসল্লীর ডান পাশে হলো, তবে হ্যাঁ যদি তার বামে কেহ না থাকে তাহলে দোষ নেই। অবশ্য জুতা দুটোকে দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা উচিৎ।

এশার নামাজ সময় মতো পড়তে না পারার ভয় থাকলে

---

(১) যে স্থানে লোকজন বেশী চলাচল করে সেখানে মুসল্লী তার সামনে কোন কিছু রেখে তার আড়ালে নামাজ পড়া।

এর পূর্বে ঘুমানোও নিষেধ। শরীয়ত সম্পর্কিত আলোচনা ছাড়া এশার নামাজের পর কথাবার্তায় মগ্ন হওয়া। কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রভাবাধীন স্থানে গিয়ে তার বিনা অনুমতিতে নামাজের ইমামতি করা যেমন ঃ - কোন অতিথী বাড়ী ওয়ালাদের অনুমতি ছাড়াই তাদের ইমামতি শুরু করে দেয়া । কোন ব্যক্তির এমন লোকদের ইমামতি করা যারা তাকে কোন শরীয়ত সম্মত কারনে অপছন্দ করে ।

(৪)মসজিদ সম্পর্কিত নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ ঃ

মসজিদের ভিতর ক্রয় বিক্রয় করা এবং হারানো বিজ্ঞপ্তি দেয়া, দোয়া পাঠ করা, নামাজ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর মাধ্যম হিসাবে গ্রহন করা এবং মসজিদের ভিতরে শরীয়তী দণ্ড বিধি কায়েম করা।

মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পথে এক হাতের আঙ্গুলীর ভিতরে অন্য হাতের আঙ্গুলী প্রবেশ করানো। কেননা নামাজের ইচ্ছা করা মাত্র সে নামাজরত অবস্থায় থাকে। আযান হবার পর নামাজ আদায় না করেই মসজিদ থেকে বের হওয়া। মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামাজ আদায় না করেই বসে পড়া। নামাজের ইকামা শুনে দ্রুতগতিতে (মসজিদের দিকে) রওনা হওয়া, বরং ধীর স্থির ও শান্তভাবে চলবে। আর বিনা

প্রয়োজনে মসজিদের খুঁটি ও পিলার সমূহের মাঝে (নামাজের জন্য) কাঁতার বদ্ধ হওয়া। পিঁয়াজ, রসূন ও সকল প্রকার গন্ধ যুক্ত খাবার খেয়ে মসজিদে আসা। মুসল্লীদের জন্য কষ্ট দায়ক কোন বস্তু বহন করে মসজিদের ভিতর চলা-ফেরা করা।

শরীয়ত সম্মত শর্তাদির ভিত্তিতে কোন মহিলাকে মসজীদে যাওয়া থেকে বাধা দেয়া। মেয়েদের মসজিদে যাওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা। ই'তেকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সহিত অঙ্গাঅঙ্গী ভাবে জড়িত হওয়া। মসজিদের ভিতরে গর্ব ও অহংকার প্রদর্শন করা। লাল, হলুদ এবং আকর্ষনীয় সাজ - সজ্যা দ্বারা মসজিদকে কারুকার্য্য খচিত করা যা মুসল্লীদেরকে নামাজের প্রতি অমনোযোগী করে তোলে।

(৫) মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত নিষিদ্ধ বিষয় সমূহঃ

কবরের উপরে ঘর বা ইমারাত নির্মাণ করা, কবরকে উঁচু করা, কবরের উপর বসা এবং কবরের উপর জুতা পায়ে দিয়ে চলা-ফেরা করা, কবরকে আলোক সজ্জিত করা, তার উপরে কোন লিখন লেখা ও অংকন করা। কবর গুলোকে মসজিদ বানানো, কবরকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করা, তবে সেস্থানে জানাজা নামাজ আদায়ে

কোন ক্ষতি নাই।

মেয়ে লোকের স্বামী ব্যতীত অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা। তবে সে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। বিধবা মেয়ে লোকের জন্য সুগন্ধি, সুরমা, মেহদী এবং রূপ চর্চা করা। যেমন ঃ গহনা, সাজ- সজ্জার জন্য নির্দিষ্ট শাড়ী ইত্যাদি ব্যবহার করা।

মৃত ব্যক্তির জন্য (নিয়াহা) উচ্চ স্বরে কান্না কাটি করা ও অতিরিক্ত বিলাপ করা, কোন মেয়ে লোকের মৃত ব্যক্তির আত্নীয় স্বজনকে কাঁদার ব্যাপারে সাহায্য করা ; কেননা এ ধরনের কান্না আল্লাহ্‌র জন্য হয় না। তদুপরি এই উচ্চ স্বরে কান্না কাটির জন্য ত্রকত্রিত হওয়াও নিয়াহার অন্তর্ভূক্ত। মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নিয়াহা বা উচ্চ স্বরে বিলাপ করে কাঁদার জন্য মহিলাকে ভাড়া করা। (অতিরিক্ত শোকের বহিঃ প্রকাশ হিসাবে) কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, মাথা পিটিয়ে চুল এলো মেলো করা। জাহেলী যুগের লোকদের ন্যায় মৃত ব্যক্তির খবর ফলাও করে প্রচার করা। তবে সাধারন ভাবে মৃতের খবর দেয়ার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই।

(৬)রোজা বিষয়ক নিষিদ্ধ কাজ সমূহ ঃ

ঈদুল ফিৎর, কোরবানীর ঈদ, কোরবানীর পর তাশরীকের তিন দিন ও সন্দেহ পূর্ণ দিনে রোজা পালন করা। শুক্রবার ও শনিবারের জন্য কোন রোজাকে নির্দিষ্ট করে নেয়া। সারা জীবন রোজা রাখা, রমজান মাসের আগমন উপলক্ষে একদিন বা দুদিন রোজা রাখা, পূর্ব নির্ধারিত অভ্যস্ত রোজা ব্যতীত শাবান মাসের পনের তারিখে রোজা পালন করা। (এই রোজাকে বিভিন্ন দেশে শবেবরাতের রোজা বলা হয়)। মাঝে মধ্যে রোজা ভঙ্গ না করে একাধারে নিয়মিত রোজা রাখা। আরাফাতের দিনের রোজা আরাফাতের ময়দানেই পালন করা(১)। তবে যে সব হাজী সাহেবদের সঙ্গে কোরবানীর পশু নেই তাদের জন্য আরাফাতের দিন রোজা রাখা নিষেধ নয়। রোজা থাকা অবস্থায় কুলী ও নাকের ভিতরে পানি নেয়ার সময় অতিরঞ্জিত করা। স্বামীর উপস্থিতে তার বিনানুমতিতে মেয়ে লোকের জন্য নফল রোজা রাখা। রোজাদার ব্যক্তির সেহরী না খাওয়া। এমন কি এক ঢোক পানি পান করে হলেও সেহরী খাওয়া উচিত।

---

(১) তবে যারা হাজী নন তাদের জন্য ঐ দিন রোজা রাখা সুন্নাত।

রোজাদার ব্যক্তির অশ্লীল কাজ কর্ম ; গালি - গালাজ ও ঝগড়া - বিবাদে লিপ্ত হওয়া।

(৭) হজ্ব ও কোরবানী বিষয়ক নিষেধাবলীঃ

বিনা ওজরে দেরীতে হজ্জ করা। হজ্জের সময় অশ্লীল কথা- বার্তা, পাপাচার ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া। পুরুষ ইহরাম কারীর জন্য জামা, পাগড়ী, পাজামা, টুপি বা মোজা পরিধান করা। আর মহিলা ইহরাম কারীনীর জন্য নেকাব ও হাত মুজা ব্যবহার করা। হেরেম(১) শরীফের সীমানার মধ্যে কোন গাছ উপড়ানো, কেটে ফেলা বা নষ্ট করা। হেরেমের সীমানার মধ্যে অস্ত্র বহন করা অথবা শিকার করা বা শিকারকে তাড়িয়ে বেড়ানো অথবা কোন পড়ে থাকা বস্তু কুড়িয়ে নেয়া। তবে তা যদি কোন পরিচিত ব্যক্তির জন্য হয় তাহলে দোষ নেই। ইহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে সুগন্ধি লাগানো এবং তার মাথা ঢেকে দেয়া ও কর্পুর বা এ জাতীয় কোন সুগন্ধি লাগিয়ে দেয়া। বরং তাকে তার ইহরামের কাপড়সহ দাফন করবে, আর সে তালবিয়া(২) পাঠরত অবস্থায় হাশরের মাঠে উঠবে।

---

(১) পবিত্র কাবা ঘর ও তার চার দিকের শরীয়ত সম্মত সীমানা।

(২) ইহ্‌রামের দোয়া, লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা ... ।

হাজী সাহেবদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ ব্যতীত কাবা ঘর থেকে প্রস্থান করা। তবে মেয়েদের মাসিক ও নেফাস অবস্থায় এই তাওয়াফ না করার অনুমতি রয়েছে।
ঈদের নামাজের পূর্বেই কোরবানী করা। ত্রুটি যুক্ত পশু কোরবানী করা, কসাইকে কোরবানীর গোশ্ত থেকে মজুরী দেয়া। যে ব্যক্তি কোরবানী করার ইচ্ছা করেছে তার জন্য জিলহজ্জ মাসের প্রথম দিন থেকে নিয়ে ১০ তারিখে কোরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় মাথার চুল, হাতের নখ বা চামড়া কাটা।

(৮) কেনা বেচা ও উপার্জন বিষয়ক নিষেধাবলী ঃ

সুদ খাওয়া, ঐ সব কেনা-বেচা যাতে অজ্ঞতা, ধোকা ও প্রবঞ্চনা রয়েছে। গোশ্তের বিনিময় ছাগল বিক্রয় করা, পানির অতিরিক্ত হিস্যা বিক্রি করা, কুকুর বিড়াল, রক্ত, মাদক দ্রব্য, শুকর, (শুয়ার) মূর্তি, পুরুষ পশুর বীর্য্য - যা প্রজননের জন্য ব্যবহার করা হয় - বিক্রি করা। কুকুরের মূল্য গ্রহন করা এবং আল্লাহ কর্তৃক যে সব জিনিসকে হারাম ঘোষনা করা হয়েছে, বেচা কেনার ভিত্তিতে সেগুলোর মূল্যও হারাম।
নাজাশ করা, অর্থাৎ ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয় বরং চমক ও আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্রব্য সামগ্রীর অতিরিক্ত মূল্য বলা।

যেমন ডাক ধরে বেচা-কেনার স্থান গুলোতে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে।

বিক্রির সময় দ্রব্যের দোষ ত্রুটি গোপন করা, জুমআ'র দিনে দ্বিতীয় আজানের পরও ক্রয় বিক্রয় করা, মালিকানা ব্যতীত কোন বস্তু বিক্রয় করা, কোন খাদ্য দ্রব্য পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ার আগেই বিক্রয় করা, নগদ আদান প্রদান ও সমপরিমান ব্যতীত স্বর্নের বিনিময়ে স্বর্ন এবং রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য বিক্রয় করা, একজনের বিক্রির উপর অন্য জনের বিক্রয় করা, তেমনি ভাবে একজনের খরিদ করার উপর আরেক জনের খরিদ করা এবং এক জনের দর দামের উপর অন্য জনের দাম করা, গাছের ফল পরিপক্ক ও নষ্ট হওয়ার ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার পূর্বেই বিক্রয় করা।

ওজন ও পরিমাপের সময় "তাত্ফীফ"(১) করা, কৃত্রিম উপায়ে ঘাট্তি সৃষ্টির মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দ্রব্য সামগ্রী মজুদ করা, বাজারগামী ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বা তাকে ক্রয় করে দেবার লক্ষ্যে বাজরে পৌছার পূর্বে পথেই তাকে থামিয়ে দেয়া, বরং সর্ব সাধারণের কল্যাণ চিন্তা করে তাকে শহরের বাজারে

---

(১) ক্রয়ের সময় বেশী নেয়া, বিক্রির সময় কম দেয়া।

আসার সুযোগ দেয়া।

শহুরে ব্যক্তি কোন গ্রামীন ব্যক্তির দ্রব্য বিক্রি করা, যেমন ঃ শহর বাসী কোন লোক গ্রাম থেকে আসা লোকের দালালী করা। বরং তার জিনিস তাকে বিক্রি করার সুযোগ দেয়া উচিৎ।

কোরবানীর পশুর চামড়া (নিজে খাবার উদ্দেশ্যে) বিক্রি করা, জমি, খেজুর গাছ বা এই জাতীয় কোন জিনিসের মালিকানায় অংশীদার ব্যক্তির জন্য স্বীয় অংশ তার অপর অংশীদারের (Partner) নিকট পেশ না করেই তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করা।

কুরআন দ্বারা উপার্জন করে খাওয়া এবং অধিক পাবার আশায় কুরআন ব্যবহার করা। অর্থাৎ ঐ সকল লোকদের মতো যারা কুরআান পাঠ করে এবং এর সাহয্যে লোকদের নিকট সওয়াল বা ভিক্ষা বৃত্তি করে।

অন্যায় ও জুলুম করে ইয়াতিমদের সম্পদ ভক্ষণ করা।

জুয়া হাউজি ও লুটের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ খাওয়া, সুদ দেয়া ও নেয়া, চুরি করা, গনিমতের মাল থেকে কিছু লুকিয়ে রাখা। মানুষের সম্পদ লুট করা ও অন্যায় ভাবে তা খাওয়া, এমনি ভাবে তাদের সম্পদ গুলোকে নষ্ট করার উদ্দেশে ছিনিয়ে নেয়া, পরিশোধ না করার উদ্দেশ্য

নিয়ে কারো নিকট অর্থ গ্রহন করা এবং মানুষের দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য কম দেয়া।
পথে পাওয়া কোন বস্তু গোপন ও আড়াল করা এবং এ রূপ পড়ে থাকা কোন বস্তুকে উঠিয়ে নেয়া। তবে এই বস্তুর মালিকের পরিচয় জানা থাকলে পৌছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে উঠিয়ে নেয়া যেতে পারে এবং সকল প্রকার ধোকার আশ্রয় গ্রহন করা।
কোন মুসলমান তার অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের সম্পদ হতে তার অসন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা। লজ্জা ও কষ্ট দিয়ে যা নেয়া হবে তা হারাম বলে গন্য হবে। সুপারিশ বা মধ্যস্থতার সুবাদে কোন হাদিয়া গ্রহন করা, প্রচুর সম্পদ গড়ে তোলা এবং সম্পদ বিস্তার লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করা, যার দরুন মালিকের অন্তর ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর স্মরন থেকে উদাসিন হয় ।

(৯) বিবাহ সম্পর্কিয় নিষেধাবলীঃ

বিয়ে পরিত্যাগ করা, যৌন শক্তি প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে খাসী হওয়া, দুই সহোদর বোনকে একই সাথে বিয়ে করা, তেমনি ভাবে কোন স্ত্রীর সঙ্গে তার ফুফু ও খালাকে একই সাথে বিয়ে করা, ফুফু বা খালা স্ত্রী হিসাবে থাকা অবস্থায় তার আপন ভাইঝি বা বোনঝিকে বিয়ে করা,

অনুরূপভাবে ভাইঝি স্ত্রী থাকা অবস্থায় তার ফুফু বা খালাকে বিয়ে করা, সৎ মা বা পিতার দ্বিতীয় স্ত্রীকে শাদি করা।
মুশরিক নারীকে বিয়ে করা এবং মেয়েকে মুশরিক বরের সঙ্গে বিয়ে দেয়া। শেগার বিবাহ অর্থাৎ এই শর্তে বিয়ে করা যে আমি তোমার সঙ্গে আমার কন্যা বা বোনকে বিয়ে দিব, বিনিময়ে তুমি আমার সঙ্গে তোমার কন্যা বা বোনকে বিয়ে দিবে ; যেহেতু এ ধরনের বিয়ে শাদি স্পষ্ট জুলুম ও হারাম।
নেকাহে মোত্‌য়া'হ্ অর্থাৎ উভয় পক্ষের ঐক্য মতের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে করা যে, ঐ সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের সম্পর্কেও শেষ হয়ে যাবে।
অভিভাবক ও দুইজন সাক্ষী ব্যতীত কোন বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়া। তেমনি ভাবে কোন মেয়ে লোক (অভিভাবক সেজে) বিয়ে দেয়া এবং কোন মহিলা নিজেকে (অভিভাবক ছাড়াই) নিজেই বিয়ে দেয়া, কোন মেয়ের দ্বিতীয় বিয়ের সময় স্পষ্ট ভাষায় তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ের ব্যবস্থা করা। তেমনি ভাবে কুমারী মেয়েকেও তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া।
কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাবের উপর

প্রস্তাব দেয়া। তবে সে যদি তার প্রস্তাব তুলে নেয় অথবা অনুমতি দেয় তাহলে নিষিদ্ধ নয়।
স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালন কারিনী কোন মহিলাকে স্পষ্ট ভাষায় বিয়ের প্রস্তাব করা বরং ইশারা ইঙ্গিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তেমনি ভাবে পুনরায় ফেরত নেয়ার যোগ্য তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া আদৌ জায়েজ নেই এবং এ ধরনের ফেরত যোগ্য তালাক প্রাপ্তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়া। অনুরূপ ভাবে তালাকে রেজয়ীর (ফেরত যোগ্য স্ত্রী) সময় সীমা পালনের উদ্দেশ্যে কোন স্ত্রীর স্বামীর বাড়ী পরিত্যাগ করা। কোন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে নিজের অধিনে আটকিয়ে রাখা অথবা তার নিকটে বার বার ধর্ণা দেয়া অথচ সে তাকে পুনরায় নেবার ইচ্ছা রাখেনা বরং তার ক্ষতির নিমিত্তে কাল ক্ষেপন করার জন্যই এমনটি করে।
তালাক প্রাপ্তা মহিলা তার পেটে আল্লাহ যে সন্তান দিয়েছেন তা গোপন করা। তালাককে খেলনার বস্তু মনে করা। কোন মেয়ে লোক তার অন্য কোন বোনকে তালাক দেবার দাবী করা, চাই সে বোনটি কারো স্ত্রী হোক বা প্রস্তাবিত হোক ; অর্থাৎ কোন মেয়ে লোক কোন পুরুষকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে তার বর্তমান স্ত্রীকে তালাকের দাবী করা। স্বামী ও স্ত্রী নিজেদের মাঝে

উপভোগ্য বিষয় নিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা। স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরকে তাদের স্বামীদের বিনা অনুমতিতে কথা বলা এবং স্বামীর সম্পদ তার অনুমতি ব্যতীত খরচ করা নিষেধ করেছেন।

মাসিক অবস্থায় - স্ত্রী সহবাস করা, তবে পাক পবিত্র হওয়ার পর অবশ্যই স্ত্রীকে ব্যবহার করা যাবে। তেমনি ভাবে স্ত্রীর পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করাও নিষিদ্ধ।

কোন স্ত্রী (রাগ করে) তার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে পৃথক ভাবে থাকা। শরয়ী ওযর ব্যতিত যদি এমনটি করা হয় তা হলে ঐ মহিলার উপর ফেরেস্তাগণ অভিশাপ দিতে থাকেন।

কোন অবাধ্য স্ত্রী পুনরায় তার স্বামীর আনুগত্য করতে শুরু করা সত্ত্বেও তাকে কষ্ট দেয়া। অনুরূপ ভাবে কোন স্ত্রী স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার বাড়ীতে কাউকে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া। এক্ষেত্রে স্বামীর সাধারণ অনুমতিই যথেষ্ট হবে, এই শর্তে যে অবশ্যই তা শরীয়ত নির্ধারিত সীমা রেখার মধ্যে হতে হবে।

শরয়ী ওযর ব্যতীত কোন অলিমার (বৌভাত) দাওয়াতে উপস্থিত না হওয়া এবং নব্য বিবাহিত ব্যক্তিকে এই

কথা বলে শুভেচ্ছা জানানো যে, "তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হোক, তোমরা পুত্র সন্তান লাভ কর"। কেননা ইহা জাহেলী যুগের শুভেচ্ছা বাণী। আর জাহেলী যুগের লোকেরা কন্যা সন্তানকে ঘৃনার চোখে দেখত।
কোন স্ত্রী অবৈধ পন্থায় গর্ভবতী হলে স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রী সহবাস করা, কোন স্বামী তার স্বাধীন স্ত্রীর (ক্রীত-দাসী নয়) সঙ্গে তার বিনা অনুমতিতে আজল(১) করা, ভ্রমন শেষে রাত্রি বেলায় আকস্মিক ভাবে পরিবার পরিজনদের কাছে উপস্থিত হওয়া, তবে তার আগমনের সময় পরিবারের লোকজনকে অবহিত করে থাকলে হঠাৎ রাত্রি বেলায় উপস্থিত হওয়া দোষণীয় নয়। স্ত্রীর অসন্তোষ্টি চিত্তে তার মোহরের কোন অংশ স্বামীর গ্রহন করা। অনুরুপ ভাবে এ উদ্দেশ্যে স্ত্রীর ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া, যাতে স্ত্রী স্বীয় মালের বিনিময়ে নিজকে স্বামী থেকে মুক্ত করাতে বাধ্য হয়। স্ত্রীর সঙ্গে জেহার(২) করা।
একাধিক স্ত্রীর মধ্যে যে কোন এক জনের প্রতি প্রকাশ্যে বেশী ঝুঁকে পড়া এবং স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ কায়েম না

---

(১) আজল হচ্ছে সহবাসের সময় বীর্য্য স্ত্রী অঙ্গের বাইরে ফেলা।
(২) জেহার হচ্ছে কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে স্বীয় মায়ের পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা। এরূপ করলে স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে, তবে স্বামী কাফ্ফারা আদায় করার পর সে পুনরায় হালাল হবে।

করা।

নিকাহে তাহলীল করা, অর্থাৎ তিন তালাক প্রাপ্তা কোন স্ত্রীলোককে এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করা যাতে করে এই স্ত্রীলোকটি তার প্রথম স্বামীর জন্য (পুনরায় বিয়ের মাধ্যমে) হালাল হতে পারে।

(১০) নারী সম্বন্ধীয় নিষেধাবলী ঃ

মাহারেম(১) ছাড়া অন্য পুরুষদের সামনে কোন স্ত্রী লোকের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা, মেয়েরা নিজেদেরকে জাহেলী যুগের ন্যায় প্রদর্শন করে বেড়ানো এবং স্বকপোল মিথ্যা অপবাদ দেয়া।

মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ করা অথবা যার সন্তান তাকেও সন্তানের কারনে ক্ষতির সম্মুখীন করা। মা ও তার সন্তানের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং মেয়েদের খাত্‌নার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা।

মাহ্‌রাম পুরুষ ছাড়া মেয়েদের সফরে বের হওয়া, অপরিচিত মহিলার(২) সঙ্গে করমর্দন করা। মেয়েদের সুগন্ধি ব্যবহার করে বাড়ীর বের হওয়া এবং আতর মেখে

---

(১) যাদের সঙ্গে বিয়ে হারাম তাদেরকে মাহারেম বলা হয়।

(২) এখানে অপরিচিত মহিলা বলতে মাহরামাত বা স্ত্রী নয় এমন মহিলাকে বুঝানো হয়েছে।

পুরুষদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা। দাইয়ূছ হওয়া অর্থাৎ বাড়ীতে যে কোন ধরনের অশ্লিলতাকে প্রশ্রয় দেয়া। অপরিচিত মহিলার দিকে তাকানো এবং হঠাৎ নজর পড়ার পর দ্বিতীয়বার ইচ্ছা পূর্বক তার দিকে তাকানো।

(১১) জবেহ ও খাদ্য বিষয়ক নিষেধাবলী ঃ

মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া, এই মৃত্যু যে কোন কারনে হোকনা কেন ? যেমনঃ পানিতে ডুবে বা ফাঁসিতে আটকিয়ে, অজ্ঞান হয়ে, উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে অথবা অন্য কোন জানওয়ারের ঘুতো খেয়ে অথবা কোন হিংস্র প্রানীর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ইত্যাদি কারনে মৃত্যুবরণ করলে। তবে আঘাত প্রাপ্ত জন্তুটিকে জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যাওয়ার পর তাকে যদি শরীয়ত সম্মত উপায়ে জবেহ করা হয়ে থাকে তাহলে তা খাওয়া নিষেধ নয়। রক্ত খাওয়া, শুকরের গোশত খাওয়া। আল্লাহ্‌র নাম ব্যতিত অন্য কোন নামের উপরে জবেহ করা এবং ঐ সকল পশুর গোশ্‌ত খাওয়া যে গুলোকে ভূত বা শয়তানের নামে জবেহ করা হয় এবং যেগুলোকে জবেহ করার সময় ইচ্ছা পূর্বক বিসমিল্লাহ্‌ বলা হয় না।

ঐ সব চতুষ্পদ জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া যারা সর্বদা নাজাসাত ও কদর্য্য বস্তু আহার করে। অনুরূপ ভাবে এই

সকল জীব জন্তুর দুধ পান করা। তাছাড়াও দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং থাবা বিশিষ্ট পাখির গোশত খাওয়া(১) গৃহ পালিত গাধার গোশত খাওয়া। ঔষধ হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বেঙ নিধন করা, কেননা এই গুলো অপবিত্র, সর্ব সম্মত ওলামাদের মতে ইহা খাওয়া জায়েজ নয়। জন্তু জানোয়ারকে হত্যার উদ্দেশ্যে বেঁধে রেখে কোন কিছুর সাহায্যে প্রহার করা অথবা বিনা দানা পানিতে আটকিয়ে রাখা আর যে পশুকে আঘাতে আঘাতে হত্যা করা হয় তা স্বাভাবিক মৃত পশুর মত, এরূপ পশুর গোশ্ত খাওয়াকে রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। যেহেতু ইহা শরিয়ত সম্মত উপায়ে জবেহ করা হয় না।

শিকারী নয় এমন কুকুরের শিকার করা পশু খাওয়া, অথবা শিকারী কুকুরের সঙ্গে যদি অন্যান্য কুকুর থাকে তাহলে সে পশু খাওয়াও নিষেধ ; কেননা শিকার করা পশুটি কোন কুকুরে শিকার করেছে তা নিশ্চত ভাবে জানা নেই।

---

(১) অর্থাৎ যে সব হিংস্র প্রাণী দাঁত দিয়ে শিকার করে আহার করে যেমন ঃ শিয়াল, কুকুর, বাঘ ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে যে সব পাখী থাবার সাহায্যে আহার করে, যেমন ঃ চিল, শকুন।

অনুরূপ ভাবে ঐ শিকার করা পশুও খাওয়া বৈধ নয় যাকে কোন অস্ত্রের সাহায্যে শিকার করা হয়েছে আর পশুটি উক্ত অস্ত্রটির ভার বা আঘাতের চোটে নিহিত হয়েছে, যেমন ঃ এমন তীর যার মাথায় ধারাল ফলক নেই। তবে ধারাল কোন অস্ত্র দ্বারা আঘাত পাওয়ার পর পশুটি যদি ক্ষত বিক্ষত হয়ে মারা যায় এবং অস্ত্র নিক্ষেপ করার সময় যদি বিস্‌মিল্লাহ্ বলা হয়ে থাকে তাহলে সে পশুটি খাওয়া জায়েজ আছে। দাঁত এবং হাতের নখ দ্বারা জবেহ করা, এক পশুর সামনে অন্য পশু জবেহ করা, অনুরুপ ভাবে পশুর সামনে ছুরি ধারাল করা ।

দুজন প্রতিযোগীর প্রতিযোগিতা মূলক তৈরী খাবার খাওয়া। অর্থাৎ এমন দুজন পাচকের তৈরী খাবার খাওয়া যারা গর্ব, লোক দেখানো এবং এ বিষয়ে প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে খাবার তৈরী করে ; কেননা এই ধরনের কার্যকলাপ অন্যায় ও অবৈধ ভাবে সম্পদ ভক্ষনের শামিল।

(১২) পোশাক পরিচ্ছেদ ও সাজ সজ্জা বিষয়ক নিষেধাবলীঃ

পোশাকে অতিরঞ্জন করা, পুরুষদের স্বর্ণ ব্যবহার করা, মধ্যমা ও ততসংলগ্ন ছাব্বাবা আংগুলিতে আংটি পরিধান করা এবং লোহার আংটি ব্যবহার করা। উলঙ্গ হওয়া ও

বিবস্ত্র হয়ে চলা ফেরা করা অনুরূপভাবে উরু খুলে রাখা। পায়ের গিরার নীচে কাপড় পরিধান করা এবং অহংকার বশে কাপড় টেনে নেয়া। রেশমী কাপড় পরিধান করা এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দামী পোষাক পড়া।

মেয়েদের বেশে পুরুষদের চলা ও তাদের পোশাকাদি পরিধান করা। অনুরুপ ভাবে মেয়েরাও পুরুষদের মত বেশ ধরা ও তাদের পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধান করা। তাছাড়াও মেয়েদের শর্ট (খাট) পাতলা এবং টাইট ফিটিং কাপড় ব্যবহার করা।

দাঁড়ানো অবস্থায় জুতা পরিধান করা আর এ কথাটি ঐ ধরনের জুতার বেলায় প্রযোজ্য যা দাঁড়িয়ে পরিধান করা কষ্টকর। যেমন ঃ ঐ সব জুতো যেগুলো ফিতার সাহায্যে বাঁধার প্রয়োজন হয়। অনুরুপ ভাবে এক পাটি জুতা পরিধান করে চলা ফেরা করা ; কেননা এটি শয়তানের কাজ।

শরীরের কোন অঙ্গ প্রতঙ্গে খোঁদাই করে নকশা করা। সৌন্দর্য্যের উদ্দেশ্যে দাঁতের মাঝে ফাঁক তৈরী করা এবং ধারালো ও মিহি (পাতলা) করা। তবে বর্তমান যুগে ডাক্তারী মতে তৈরী সূতা বা তার এই জাতীয় কোন জিনিষের সাহায্যে দাঁত সুবিন্যস্ত করা এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় নয়।

দাঁড়ি কামানো ও গোঁফ লম্বা করার মাধ্যমে মুশরিকদের অনুসরণ করা বরং আমাদের জন্য উচিত হলো দাঁড়ী ছেড়ে দেয়া আর গোঁফ ছোট করা।

মুখ মণ্ডলের পশম উঠানো, এর চেয়ে আরো অধিক গুরুতর অন্যায় হচ্ছে ভুরু কামানো বা উঠানো। মেয়েদের মাথার চুল নেড়ে করা, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পরচুলা ব্যবহার করা। পাকা চুল তুলে ফেলা, সাদা চুল কালো করা, কালো কলপ ব্যবহার করা, মাথার কিয়দংশ নেড়ে করা।

কাপড়, দেয়াল, কাগজ ইত্যাদিতে কোন প্রাণীর ছবি তৈরী করা, এই ছবি তৈরী যে কোন ধরনের হোক না কেন, যেমনঃ আঁকানো, প্রিন্ট করা, খোদাই করা নকশা করা বা ফ্রেমে ঢেলে তৈরী করা ইত্যাদি। তবে যদি ছবি আঁকানো প্রয়োজন হয় তাহলে গাছ বৃক্ষ এবং যে কোন জড় পদার্থের (যাদের জীবন নেই) ছবি আঁকানো যেতে পারে ।

রেশমের বিছানা, বাঘের চামড়া এবং এমন প্রত্যেক জিনিস ব্যবহার করা যাতে অহংকার প্রকাশ পায়। অনুরূপ ভাবে দেয়ালে পর্দা ঝুলানো।

(১৩) জিহ্বা সম্পর্কিত নিষেধাবলী ঃ

মিথ্যে সাক্ষ্য দেয়া, সতী সাধবী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া। কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে মিথ্যে দোষী সাব্যস্ত করা, যে কোন ধরনের অপবাদ রটানো।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কারো দোষ বর্ণনা করা, খারাপ নামে ডাকা, গীবত ও নিন্দা চর্চা করা। কোন মুসলমানকে বিদ্রুপ করা, বংশ গৌরব দেখানো, বংশ - মর্যাদার প্রতি আঘাত করা, গাল মন্দ করা, অশ্লীল ও ঘৃণ্য আচরণ করা, অনুরুপ ভাবে অত্যাচারের শীকার না হয়েও মন্দ বিষয় প্রকাশ করা। মিথ্যে বলা আর সবচেয়ে জঘন্য মিথ্যে হচ্ছে কাল্পনিক স্বপ্ন বলা। যেমন ঃ ফজিলত, বিশেষ মর্যাদা বা অর্থ উপার্জনের অভিপ্রায়ে মিথ্যে ও অলীক ঘটনার বর্ণনা দেয়া অথবা স্বপ্নের কথা বলে ঐ ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করা, যার সঙ্গে শত্রুতা রয়েছে আর এ ধরনের কাজের শাস্তি হচ্ছে এই যে ঐ ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে কঠিন ও অসম্ভব কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে, যেমনঃ দুটি চুলের একটিকে আরেকটির সঙ্গে গিঁট দেয়া। নিজেকে পুত পবিত্র মনে করা, কানা ঘুষা করা, তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দুজনের মধ্যে কোন কথা বলা; কেননা তাতে সে দুঃশ্চিন্তায় পড়ে যায়।

অনুরূপ ভাবে অন্যায় ও সীমালংঘন মুলক তৎপরতার

ব্যাপারে গোপন শলা পরমর্শ করা, তেমনি ভাবে মোমিন মুসলমানকে অভিশাঁপ করা এবং এমন ব্যক্তিকে লানত করা যে এর উপযুক্ত নয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার আওয়াজের চেয়ে নিজের আওয়াজ বুলুন্দ করা, এ পর্য্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস পাঠকারীর আওয়াজের চেয়ে কারো কণ্ঠস্বর বেড়ে যাওয়া এবং তাঁর (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের পার্শ্বে উচ্চ স্বরে কথা বলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়াজের চেয়ে ব্যক্তির আওয়াজ বাড়িয়ে দেয়ার শামিল।

মৃত ব্যক্তিকে গালি দেয়া, মোরগকে গালি দেয়া ; কেননা মোরগ নামাজের জন্য ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়, বাতাসকে গালি দেয়া, যেহেতু বাতাস আল্লাহর আদেশে চলে, জ্বরকে গালি দেয়া ; কেননা উহা গুনা মাপের কারন হয়, শয়তানকে গালি দেয়া, যেহেতু সে নিজকে বড় মনে করে, বরং এক্ষেত্রে শয়তানের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়াই লাভ জনক।

মৃত্যু কামনা করে দোয়া করা অথবা কোন বিপদের মুখে মৃত্যু আশা করা, অনুরুপভাবে নিজের আত্মা,সন্তান-

সন্ততি চাকর- চাকরানী ও মালা - মালের উপর বদদোয়া করা।

আঙ্গুরকে অতিথি পরায়নের অর্থে ব্যবহার করা, কেননা জাহেলী যুগের লোকেরা বিশ্বাস করত যে, মাদক দ্রব্য অতিথি পরায়ন হতে সাহায্য করে।

কোন ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে এ কথা বলা যে, "আমার আত্মা খারাপ হয়ে গেছে" এবং এ রকম কথা বলা যে, "আমি অমুক আয়াত ভূলে গেছি" বরং বলা উচিৎ যে, আমাকে ভূলানো হয়েছে, এ কথা বলা সমিচীন নয় যে, হে আল্লাহ তুমি যদি ইচ্ছা কর তাহলে আমাকে মাফ কর, বরং আল্লাহর নিকট দোয়া করা ও কোন কিছু চাওয়ার সময় দৃঢ় প্রত্যয় পোষন করা। "সায়্যেদ" বা নেতা শব্দটিকে মোনাফিকের অর্থে ব্যবহার করা, কারো খারাপ কামনা করা, বিশেষ করে স্বামী তার স্ত্রীর জন্য খারাপ কামনা করা। যেমন "আল্লাহ তোমাকে কুৎসিত করুন" বলে দোয়া করা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্যে 'রায়িনা'(১) (যার অর্থ দাঁড়ায় হে আমাদের রাখাল) বলা, সালাম দেবার পূর্বেই প্রশ্ন

---

(১)এই শব্দটি মোনাফিক ও ইয়াহুদীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় প্রতিপন্ন করে বলত।

করা এবং একে অপরের প্রশংসা করা।

(১৪)খানা পিনার আদাব সম্পর্কিত নিষেধাবলীঃ

একত্রে খেতে বসলে অন্যদের সম্মুখ থেকে (হাত বাড়িয়ে) খাওয়া। খাবারের মাঝ খান থেকে খাওয়া বরং নিয়ম হচ্ছে খাবারের পাত্রের এক পার্শ্ব থেকে খাওয়া ; কেননা খাবারের মাঝখানেই বরকত অবতীর্ণ হয়। অনুরুপ ভাবে হাতের লোকমা পড়ে গেলে তা উঠিয়ে না খাওয়া বরং উচিৎ হলো পড়ে যাওয়া খাবারকে পরিস্কার করে পুনরায় খাওয়া, লোকমাটিকে শয়তানের জন্য রেখে না দেয়া।

স্বর্ণ ও রুপার তৈরী পাত্রে পানি পান করা, দাঁড়িয়ে পান করা। ভাঙ্গা পাত্রের ভাঙ্গা স্থলে মুখ লাগিয়ে পান করা ; কেননা তাতে পান করতে কষ্ট হয়। সরাসরি পাত্রের মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে পান করা এবং পানীয় পাত্রের ভিতরে নিঃশ্বাস ফেলা ও এক দমে পানি পান করা বরং তিন বারে পান করা ; কেননা ইহা সবচেয়ে তৃপ্তি দায়ক ও আরাম দায়ক পন্থা।

খাদ্য ও পাণীয় পাত্রে ফুঁ দেয়া। বাম হাতে খাওয়া ও পান করা, পেট ছেড়ে দিয়ে খেতে বসা। কোন ব্যক্তি দুটি খেজুর একত্রে খেয়ে ফেলা। তবে তার খাবারের সঙ্গী

যদি তাকে অনুমতি দেয় তাহলে এভাবে খেতে দোষ নেই ; যেহেতু এ ধরনের জোড়ায় জোড়ায় খাওয়ার মধ্যে তার পেটুক হওয়া প্রমাণ করে এবং তার সঙ্গীর জন্য বিরক্তিকর হয়।

আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী ও খৃষ্ঠানগণ) ব্যবহৃত তৈজস পত্র ব্যবহার করা, তবে হ্যাঁ এগুলো ছাড়া যদি অন্য কোন পাত্র না থাকে তাহলে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে সেগুলোতে খেতে পারে । অনুরুপ ভাবে যে সব খাবার অনুষ্ঠানে মদের ব্যবস্থা থাকে সেখানে শরীক হওয়া।

(১৫)ঘুমের নিয়মাবলী সংক্রান্ত নিষেধাবলী ঃ

খোলা ছাদে ঘুমানো যার চতুর্দিকে প্রাচীর নেই, যাতে করে ঘুমের মধ্যে এ পাশ ও পাশ করার সময় পড়ে না যায়। একা নিসংঙ্গ অবস্থায় রাত্রি যাপন করা, যাতে করে সে নিসংঙ্গতা ও ভয় ভয় অনুভব না করে, বিশেষকরে সে যদি দুর্বল মনের মানুষ হয় (তাহলে তার এই অবস্থা আরো বেড়ে যাবে) এবং ঘুমের সময় ঘরের আলো জ্বালিয়ে রাখা। হাতের মধ্যে চর্বি যুক্ত কিছু রেখে ঘুমানো। উপুর হয়ে পেটের উপর ঘুমানো, চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পা আরেক পায়ের উপর রাখা, যদি তাতে গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোন ব্যক্তির নিকট খারাপ স্বপ্নের কথা প্রকাশ করা বা ব্যাখ্যা

করা। কেননা এ ধরনের স্বপ্ন শয়তানের ক্রিড়ার ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে ।

(১৬) বিভিন্ন বিষয়ে নিষেধাবলী ঃ

কোন মানুষকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা, সন্তানদের গরীব হওয়ার ভয়ে হত্যা করা ও আত্নহত্যা করা।

জ্বেনা ব্যভিচার করা, সমকাম করা, নেশা করা এবং মাদক দ্রব্য তৈরী করা, বহন করা ও বিক্রি করা।

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, তাদেরকে ধমক দেয়া ও কষ্ট দেয়া। যুদ্ধের ময়দান থেকে শরিয়তের ওজর ছাড়াই পালানো, বিনা কারনে মোমিন পুরুষ বা নারীকে কষ্ট দেয়া এবং (আল্লাহকে অসন্তোষ্ট করে কোন মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করা।)

সন্ধি ও প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে শপথ পাকা পোক্ত হওয়ার পর তা ভঙ্গ করা, গান গাওয়া ও শোনা ; ডুগী, তবলা বাঁশী হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্র বাজানো।

কোন সন্তানকে তার পিতা ছাড়া অন্য কারো সন্তান বলা। কোন প্রাণীকে আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া। জ্যান্ত ও মৃত প্রাণীকে আগুনে পুড়ে ফেলা। নিহত ব্যক্তিকে মুছলা করা। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ কেটে বিকৃত করা। অন্যায় কাজে সাহায্য করা। গুনাহ ও সীমালংঘন মুলক কাজে সহযোগিতা করা এবং

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা।
না জেনেই ফতোয়া দেয়া, আল্লাহর নাফরমানী করার ব্যাপারে কারো আনুগত্য করা।
মিথ্যা কসম খাওয়া ও গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য শপথ করা এবং চারজন সাক্ষী আনয়ন ব্যতীত কোন সতী সাধবী মহিলাকে অপবাদ দানকারী ব্যক্তির সাক্ষ গ্রহন করা। তবে সে যদি তওবা করে সংশোধন হয় তা হলে তার সাক্ষ্য গ্রহন করা যাবে। আল্লাহ যে সব পবিত্র বস্তুকে হালাল করেছেন সেগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করা। শয়তানের পদাংক অনুসরন করা, কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের উপর স্বীয় মতামতকে প্রাধান্য দেয়া।
কোন গোত্রের লোকদের কথা বার্তা তাদের বিনানুমতিতে শ্রবন করতে চেষ্টা করা এবং তাদের অনুমতি ছাড়াই খবর নেয়া। বিনানুমতিতে কারো বাড়ীতে প্রবেশ করা, অনুরূপ ভাবে গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকানো।
যে জিনিষ যার নয় তা দাবী করা, কোন বস্তু না পেয়েও পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়ার ভান করা। প্রশংসনীয় কাজ না করেও প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা করা।

আল্লাহ তায়া'লা যে জন বসতীকে আজাব দিয়ে ধ্বংস করেছেন সেখানে বেড়াতে যাওয়া, তবে কেহ যদি শাস্তির ভয়ে কান্নাকাটি ও নছীহত গ্রহণের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করে তাহলে কোন দোষ নেই।

নাফরমানী মূলক শপথ করা,(গোয়েন্দাগিরী করা সৎ কর্মশীল পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি কুধারণা করা,) পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া এবং অন্যায় কাজে অবিচল থাকা।) অহংকার, গর্ব, দাম্ভিকতা, আত্মম্ভরিতা দেখানো ও দুনিয়াতে ঘৃনিত আনন্দ উৎসব করা যার ফলে অহংকার ও অনিষ্টতার কারন ঘটে। জমিনের উপরে নর্দন কুর্দন করে চলা, মানুষের সঙ্গে অহংকার করা। দান খয়রাত করে তা ফিরিয়ে নেয়া, এমনকি ক্রয় করে হলেও। পুত্র হত্যার দায়ে পিতাকে হত্যা করা। কোন পুরুষ ব্যক্তি অন্য পুরুষের গুপ্ত অঙ্গের দিকে নজর দেয়া, অনুরূপ ভাবে কোন মহিলা অন্য মহিলার গুপ্ত অঙ্গের দিকে তাকানো, তেমনি ভাবে মৃত অথবা জীবিত ব্যক্তির উরুর দিকে তাকানো, পবিত্র মাসের(১) সম্মান (পবিত্রতা) নষ্ট করা, তবে এই মাসে

---

(১) পবিত্র মাস বলতে 'আশহুরে হুরুম' যে সব মাসে যূদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ যেমন ঃ মুহাররম, জিলক্বদ, জিলহজ্জ্ব, রজব।

কাফেরদের সাথে জেহাদ করা শরিয়ত সম্মত।

হারাম উপার্জন থেকে ভরণ - পোষণ করা, মজুরী না দেয়া, সন্তানদেরকে দান করার ব্যাপারে ইনছাফ না করা।

ওয়ারিশদের ক্ষতি হবে এমন ভাবে অছিয়ত করা, কোন উত্তরাধিকারের জন্য অছিয়ত করা, কেননা আল্লাহ তায়ালা উত্তরাধিকারের জন্য নির্দিষ্ট প্রাপ্য দিয়ে দিয়েছেন।

ওয়ারিশদেরকে নিঃস্ব করে সমস্ত সম্পদ অন্যকে অছিয়ত করে যাওয়া, আর কেহ যদি এমন করেও যায় তাহলে তার অছিয়ত কেবল তার মূল সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

খারাপ প্রকৃতির প্রতিবেশীর সঙ্গে সঙ্গ দান, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া, শরিয়ত সম্মত কোন কারণ ছাড়াই কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী ছালাম কালাম না হওয়া।

দুই আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করে খেলা করা; কেননা এখানে কষ্ট বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, যেমন ঃ চক্ষু নষ্ট হওয়া, দাঁত ভেঙ্গে যাওয়া, অনুরূপ ভাবে কারো প্রতি চড়াও হওয়া।

কোরআন তেলাওয়াতের সময় এক জন আরেক জনের

চেয়ে উচ্চ আওয়াজ করে তেলাওয়াত করা। দুই ব্যক্তি যখন কোন গোপন কথায় লিপ্ত হয় তখন বিনাঅনুমতিতে তাদের মাঝ খানে ঢুকে পড়ে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, তেমনি ভাবে কোন ব্যক্তিকে উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে নিজে বসা। কোন ব্যক্তির নিকটে বসার পর তার অনুমতি ছাড়াই চলে আসা, বসা ব্যক্তির মাছার উপর দাঁড়ানো, অর্ধেক রোদে আর অর্ধেক ছায়ায় এমন ভাবে বসা, কেননা বসার এই পদ্ধতি শয়তানের।

মুসলমানদের ক্ষতি করা এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করা, এছাড়াও মুসলমান ভাইয়ের দিকে কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাতের ইঙ্গিত করা। উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে চলাফেরা করা। কেননা এতে ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহন না করা। অপচয় ও অনর্থক ব্যয় করা, মেহমানের জন্য সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা। সমাজের অজ্ঞ মূর্খদেরকে সম্পদ দান করা।

আল্লাহ পাক পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে একজনকে আরেক জনের উপরে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তা পাওয়ার আকাংখা করা থেকে কোন মানুষকে নিষেধ করা।

ঝগড়া ফ্যাসাদে লিপ্ত হওয়া। জ্বেনাকারী পুরুষ বা মহিলার উপর শরিয়তের "হদ" (শাস্তি) কায়েম করার সময় তার প্রতি সহানুভূতি দেখানো। খোঁটা দেয়ার মাধ্যমে সাদকা বা দান খয়রাত নষ্ট করে ফেলা, সাক্ষ্য গোপন করা, ইয়াতিমের সঙ্গে কঠোরতা প্রদর্শন করা, কোন ভিখারীকে গলা ধাক্কা দেয়া। অপবিত্র ঔষধ ব্যবহার করা, কেননা আল্লাহ্ তায়া'লা যে সব জিনিষকে মানুষের জন্য হারাম করেছেন তাতে তাদের জন্য কোন আরোগ্য হবার ব্যবস্থা রাখেননি।

যুদ্ধের ময়দানে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করা। যে কোন বিষয়ে বাস্তবতার চেয়ে অতিরিক্ত প্রকাশ করা।

কোন আলেমকে চ্যালেঞ্জ করা, চিন্তার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি করা ও ভূল ধরার উদ্দেশ্যে কোন সমস্যা পূর্ণ মাসয়ালাহ্ জিজ্ঞাসা করা যার দ্বারা প্রশ্নকারী নিজের মর্যাদা ও মেধার বহিঃপ্রকাশের ইচ্ছা করে, অথবা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা যা ফরজ ও বিতর্কিত বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়, যেগুলো তার দ্বীনি ইল্মের জন্য কোন লাভ জনক নয়।

জুয়াখেলা, চতুষ্পদ জন্তুকে লা'নত করা, বিপদে পড়লে (রাগে দুঃখে) মুখ মণ্ডল ক্ষত বিক্ষত করা। প্রজাদের সঙ্গে প্রতারণা করা।

কোন ব্যক্তি বৈষয়িক ব্যাপারে তার চেয়ে উন্নত ব্যক্তির

পানে তাকানো বরং সে যেন অপেক্ষা কৃত তার চেয়ে নিম্ন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যাতে করে সে আল্লাহর নেয়ামতের কদর জানতে পারে এবং এ নেয়া'মতকে কোন অবস্থায় খাট করে না দেখে। অনুরূপ ভাবে একে অন্যের উপর গৌরব করাও নিষেধ।

ওয়াদা খেলাপ, আমানতের খেয়ানত, ইল্‌ম গোপন করা, মন্দ সুপারিশ করা, যেমন ঃ কোন খারাপ ও অন্যায় বিষয়ে মধ্যস্থতা করা।

বিনা প্রয়োজনে মানুষের নিকট চাওয়া, সফর অবস্থায় ঘন্টি ব্যবহার করা, বিনা প্রয়োজনে কুকুর পোষা, তবে হ্যাঁ যে সব কুকুর গৃহ পালিত পশু ও ক্ষেত পাহারা দেয় এবং শিকার ও বাড়ী পাহারার কাজ করে সেগুলোকে পোষা নিষেধ নয়।

আল্লাহ্‌ কর্তৃক কোন হদ্‌ কায়েম ব্যতিত সাধারন ভাবে কোন অপরাধীকে দশ বেতের অধিক শাস্তি দেয়া।

অতিরিক্ত অট্টহাসি দেয়া, রোগীদেরকে খাওয়া ও পান করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা; কেননা আল্লাহ্‌ তায়ালা তাদেরকে খাওয়ান ও পান করান। অঙ্গহানী হওয়া ব্যক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো।

কোন মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইকে ভীতি প্রদর্শন করা, কিংবা প্রকৃত অর্থেই হোক আর তামসার

ছলেই হোক তার অর্থ সম্পদ নিয়ে নেয়া, কোন ব্যক্তির তার হেবা ও দান কৃত বস্তু ফিরিয়ে নেয়া, তবে পিতা যদি তার সন্তানকে কিছু দান করার পর ফিরিয়ে নেয় তাহলে তার জন্য তা নিষেধ নয়।

বাম হাত দ্বারা কোন কিছু দেয়া বা নেয়া, মানত করা ; কেননা ইহা আল্লাহ্র ফয়সালাকে রদ করতে পারে না, তবে কৃপন ব্যক্তির নিকট হতে এর মাধ্যমে কিছু বের করা যেতে পারে।

অভিজ্ঞতা ব্যতিত চিকিৎসা অনুশীলন করা, পিপিলিকা মৌমাছি ও হুদ হুদ পাখিকে হত্যা করা।

একা একা সফরে বের হওয়া। কোন প্রতিবেশীকে নিজ বাড়ীর দেয়ালে প্রয়োজনে কাঠ বা খুঁটি লাগাতে নিষেধ করা। ইশারা ইঙ্গিতে সালাম দেয়া, পরিচিত ব্যক্তির জন্য সালাম নির্দিষ্ট করা, বরং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া কর্তব্য। অনুরূপ ভাবে সালাম দেবার পূর্বেই কোন জিনিষ চাইলে তা দিয়ে দেয়া কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষকে চুমা দেয়া। কসমকে শপথ কারী ও সৎকাজের মাঝে একটি অন্তরায় মনে করা, অর্থাৎ ভাল কাজ না করার জন্য শপথ করে থাকলে, এ কারনে ভাল কাজ না করা নিষিদ্ধ,বরং ভাল ও কল্যাণের কাজটি সম্পাদন করা আর কসম ভঙ্গের কারনে কাফ্ফারা

আদায় করা উচিৎ।

রাগান্বিত অবস্থায় বাদী ও বিবাদীর মাঝে বিচার ফায়সালা করা, অথবা উভয়ের কথা না শুনে শুধু মাত্র একজনের জবান বন্দি শোনার পর ফয়সালা দেয়া।

সূর্যাস্ত যাবার পর গভীর অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাদেরকে বাড়ীর বের করে দেয়া; কেননা এ সময় শয়তানেরা বেশী বেশী বিচরন করে।

রাতের বেলায় গাছের ফল ও ক্ষেতের ফসল ঘরে তোলা, যাতে করে গরীব মিসকীনদের নিকট (ফসল তোলার বিষয়টি) গোপন থাকে এবং গরীবদের সেখান থেকে কিছু দান করার মনোভাব অনুপস্থিত থাকে, আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ "তাদেরকে (গরীব মিসকিনদের) ফসল কাটার দিনই তাদের পাওনা দিয়ে দাও"।

(সূরা আল - আনয়া'ম ঃ ১৪১)

মুসলমানদের জন্য কষ্টদায়ক এমন কিছু সঙ্গে নিয়ে বাজারের ভিতরে চলাফেরা করা। যেমন খোলা মেলা ধারাল কোন অস্ত্র শস্ত্র।

যে শহর তাউন (প্লেগ) ও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে অন্যত্র যাওয়া, কিংবা সেখানে নতুন করে প্রবেশ করা।

শুক্র, শনি, রবি ও বুধবারে শরীরের কোন অঙ্গে শিংগা

লাগানো বরং বৃহস্পতি, সোম ও মঙ্গল বারে উক্ত কাজটি করবে।

হাঁচি দেবার পর যে ব্যক্তি 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে না এমন ব্যক্তির হাঁচির জবাবে "ইয়ার হামুকাআল্লাহ্" বলা। কেবলার দিকে থুথু ফেলা, সফর অবস্থায় রাস্তার মাঝখানে ঘুমানো বা আরাম করা। কেননা এ স্থানটি চতুষ্পদ জন্তুর আশ্রয় স্থল, বায়ূ হওয়ার শব্দ শুনে হাসি দেয়া, যেহেতু এই অবস্থা থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়, প্রত্যেকেই এর শিকার। এ অবস্থায় নীরব থাকলে অন্যদের প্রতি বিশেষ রেয়া'য়েত বা কদর দেখানো হয়। কেহ খুশবু, ফুল এবং বালিশ হাদিয়া দিলে তা ফিরিয়ে দেয়া।

পরিশেষে শরিয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের যতটুকু বর্ণনা করা আমার পক্ষে সহজ সাধ্য হয়েছে তা আমি এখানে উল্লেখ করেছি।

মহান আরশের রব্ব, অনুগ্রহকারী আল্লাহ্র সমীপে এ দরখাস্ত করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল প্রকার অশ্লীলতা ও গুনাহের কাজ থেকে দূরে রাখেন এবং আমাদের ও তাঁকে অসন্তোষ্ট করে এমন কারন সমূহের মাঝে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেন এবং আমাদের প্রতি করুনা ও রহমত অবতীর্ন করেন।

নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন, তিনি অতি নিকটবর্তী এবং মুনাজাত কবুল কারী।
মহা সম্মানের অধিকারী তোমার প্রতিপালক লোকদের সকল প্রকার ত্রুটিপূর্ণ বিশেষন থেকে পুত পবিত্র। সকল রাসূলদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা উভয় জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।

রচনায় ঃ — মোহাঃ সালেহ আল মুনজিদ
আল খুবার , সউদী আরব

التنبيهات الجلية على كثير من

المنهيات الشرعية

للعلم والحذر

تأليف

محمد صالح المنجد

ترجمه إلى اللغة البنغالية

محمد عبد الصمد محمد خبير الدين